শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে সংস্কৃত বিষয়ে পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার)

(Abstract)

গবেষক

গঙ্গা দাস

রেজিস্ট্রেশন নং : A00SA1201318

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অশোক কুমার মাহাত

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ (কলা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০ ০৩২

২০২৫

Śabder Nityatva O Anityatva: Nyāya, Mīmāṃsā O Vyākaraṇa Sammata Ekṭi Samīkṣā

Abstract submitted to Faculty of Arts, Jadavpur University
in partial fulfilment for the Award of the Degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY
in Sanskrit

By
Ms. Ganga Das
Registration No.: A00SA1201318
Session: 2018-2019

Under the Supervision of
Prof. Ashok Kumar Mahata
Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit
Jadavpur University
2025

ভূমিকা (Introduction):

শব্দ বা ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে দিয়েই ভাষা বিষয়কে ব্যক্ত বা ভাবকে পরিস্ফুট করে তোলে। বিশেষ বিশেষ অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টিই বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ও ভাবের প্রতিনিধিমাত্র। মুখ দিয়ে যে সময় ধ্বনি বা শব্দ আমরা উচ্চারণ করি, সেই ধ্বনিগুলি যখন লিখিত আকারে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় তখন কতগুলি সংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই চিহ্নগুলিকে বর্ণ বলা হয়। এই বর্ণগুলিকে নিয়েই শব্দ গঠিত হয়। পরিদৃশ্যমান জগত্ শব্দময়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই কোনও না কোনও শব্দের দ্বারা অভিহিত। এমন কোনও জ্ঞান এই পৃথিবীতে নেই যেখানে শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। শব্দের এই মহৎ রূপ দার্শনিক, আলংকারিক, বৈয়াকরণবিদ্ প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন। আচার্য দণ্ডী শব্দের এই মহত্ত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন– শব্দ নামক জ্যোতি যদি এই সংসার নামক ভুবনে প্রকাশিত না হত তাহলে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যেত।[১]

গবেষণার বিষয় নির্ধারণ (Selection of the Topic)

ভারতবর্ষে ঋগ্বৈদিক যুগ থেকেই শব্দের আলোচনা শুরু হয়েছে। ন্যায়দর্শন তথা ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এবং ব্যাকরণে শব্দ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আপ্ত ব্যক্তির বাক্যই যে শব্দ সেই জ্ঞান আমরা ন্যায়দর্শন থেকে লাভ করে থাকি। মীমাংসকগণ বর্ণাত্মক শব্দকে স্বীকার করেছেন। ব্যাকরণের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল শব্দতত্ত্ব। অর্থই হল শব্দের স্বরূপ। এই শব্দ কথাটি শব্দবাচ্য অর্থের অভিধায়ক। এই শব্দসম্পর্কে আলোচনাকালে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়। ন্যায়দর্শন, মীমাংসাদর্শন তথা ব্যাকরণে পৃথক পৃথক

[১] ইদমন্ধং তমঃ কৃত্স্নং জায়েত ভুবনত্রযম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।। কাব্যা., ১/৩

ভাবে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিষয়টি আলোচিত হলেও কোথাও এ বিষয়ে সমীক্ষাত্মক আলোচনা বিশেষভাবে পাওয়া যায়নি। তাই এই বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়াস করা হল।

গবেষণা-সন্দর্ভের প্রকল্প ও সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন :

শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' নামক গবেষণা সন্দর্ভের মধ্যে ভূমিকা ও উপসংহার সমেত মোট ছয়টি অধ্যায় রাখা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ভূমিকা অংশে আলোচনার সূত্রপাত হিসাবে শব্দের স্বরূপ, বিভিন্ন দর্শনে শব্দের নিরূপণ কিভাবে হয়েছে তা তুলে ধরা হবে।

গবেষণাসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'ন্যায়দর্শনের নিরিখে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার'। এই অধ্যায়ে নৈয়ায়িকরা শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিষয়টি কিভাবে উপস্থাপন করেছেন তা সূচিত করা হবে। উত্পত্তিমত্ব হেতু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতু ও সুখ দুঃখাদির ন্যায়ব্যবহার হেতু – এই তিনটি হেতুর কারণে যে শব্দ অনিত্য তা এই অধ্যায়ে বলা হবে।

গবেষণাসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'মীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার'। এই অধ্যায়ে কিভাবে মীমাংসকরা শব্দকে নিত্য প্রমাণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সূত্রের অবতারণা করেছেন তা ফুটিয়ে তোলা হবে। পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত করে সেগুলিকে খণ্ডনের মাধ্যমে নিজেদের যুক্তিগুলিকে তুলে ধরার মাধ্যমে শব্দের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মীমাংসা দার্শনিকদের মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয়টিই এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হবে।

আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় হল 'বৈয়াকরণ মতানুযায়ী শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিচার'। এখানে মূলত তিনটি গ্রন্থের আলোচনা তুলে ধরা হবে।মহাভাষ্য, বাক্যপদীয়, পরমলঘুমঞ্জুষা এই তিনটি গ্রন্থকে আধার করে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে এই অধ্যায়ে

আলোকপাত করা হবে। মূলত অধ্যায়টি ব্যাকরণনির্ভর হওয়ায় এখানে ব্যাকরণগ্রন্থগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

গবেষণাসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'শব্দের নিত্যত্বানিত্যত্ব বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা'। এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর গুণগত দিকগুলি তুলে ধরা হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা হবে।এছাড়াও শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে অন্যান্য দার্শনিকরা বা আলংকারিকরা যে মতামতগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলিকেও উপস্থাপন করা হবে।

পরিশেষে ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ উপসংহার অংশে প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার ও বর্তমান গবেষণার নতুন দিক উন্মোচন ও পরবর্তী গবেষণার সম্ভাব্য দিশা উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণাসন্দর্ভের পরিসমাপ্তি হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

'শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব: ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' নামক গবেষণসন্দর্ভটিতে শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ যে গ্রন্থটি সন্দেহ নিরসনে সহায়তা করে তা হল পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত ও সম্পাদিত মীমাংসা দর্শন গ্রন্থটি। মীমাংসা দর্শন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ উপলব্ধ হলেও এই গ্রন্থটি একটি বিশেষ গ্রন্থ। নিম্নে গ্রন্থটির সাহিত্য পর্যালোচনা করা হল –

প্রথমে বইটির শিরোনামের দিকে তাকালে দেখা যাবে বইটির শীর্ষদেশে লিখিত রয়েছে 'মীমাংসা দর্শনম্'। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটিতে দর্শনের বিভিন্ন দিকগুলিকে তিনি তুলনা করেছেন। যথাযথভাবে অন্য গ্রন্থকারদের মতো তিনি নিয়মমাফিক প্রকাশকের নাম, প্রকাশনা স্থান, সংস্করণ এবং মুদ্রণে কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে তিনি শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম উল্লেখের মাধ্যমে গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম অর্পণ করেছেন। প্রত্যেকটি বই-এর সূচীপত্র একজন পাঠককে যেমন আগ্রহী করে তোলে ঠিক তেমনই এই বইটির সূচীপত্রও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গ্রন্থটিকে তিনি প্রথমে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে, অধ্যায়গুলিকে পুনরায় পাদে ভাগ করেছেন। মীমাংসা দর্শনের সূত্রগুলিকে তিনি বেশ কয়েকটি অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধিকরণগুলির ব্যাখ্যাকালে বিষয়বস্তুর উল্লেখ পাঠককে মীমাংসা দর্শনের যে কোন বিষয়ের অন্বেষণে বিশেষ সহায়তা করে।

গবেষণার অবকাশ (Research Gap) :

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে অনেক পৃথক পৃথক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। শব্দার্থসম্বন্ধ সমীক্ষা, শব্দতত্ত্ব এই ধরণের প্রকরণ গ্রন্থগুলিতে এই বিষয়ে আলোচনা ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মীমাংসাদর্শন, ন্যায়দর্শন বা বাক্যপদীয় ও মহাভাষ্য গ্রন্থেও পৃথকভাবে আলোচনা সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গে কোনও সমীক্ষাত্মক আলোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। ব্যাকরণ, মীমাংসাদর্শন ও ন্যায়দর্শনের আলোকধারায় শব্দ নিত্য না অনিত্য – তা নিয়ে যে সংশয় তা আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পে তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণা সন্দর্ভটির মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত সংশয়ের নিরসনের চেষ্টা করা হবে এবং শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের একটি সমীক্ষাত্মক বিবরণ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

গবেষণা কার্যের গুরুত্ব (Importance) :

‘শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা’ নামক গবেষণা সন্দর্ভটিতে শব্দের নিত্যতা বিষয়ক ও অনিত্যতা বিষয়ক যে সন্দেহ উপস্থিত হয় তা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। ব্যাকরণমূলক গ্রন্থগুলির সহায়তায় বৈয়াকরণরা শব্দকে নিত্য বা অনিত্য বলে মনে করেছেন সে বিষয়ে একটি নিশ্চিত ধারণার পরিচয় দেওয়া হবে।মীমাংসকরা

শব্দের নিত্যত্ব উপস্থাপনের জন্য যেসব যুক্তির প্রণয়ন করেছেন তা বিশেষভাবে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে। নৈয়ায়িকরা শব্দকে কিভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তা বিশ্লেষণের জন্য নৈয়ায়িকদের যুক্তিগুলিকে তুলে ধরে আলোচনা করা হবে। ব্যাকরণ, মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের যুক্তিগুলির একটি তুলনাত্মক আলোচনা হল গবেষণা সন্দর্ভটির অন্যতম গুরুত্ব। এই তুলনামুলক আলোচনার মাধ্যমে যে বিভিন্ন দিগ্‌দর্শন ঘটবে তার ফলে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব নিয়ে যে সংশয় তা নিরসনের চেষ্টা করা হবে। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে অন্যান্য আঙ্গিকে যারা গবেষণা করবেন তাদের জন্য গবেষণা সন্দর্ভটি বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

'শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব : ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা' শিরোনামে নির্মীয়মান গবেষণা সন্দর্ভটি প্রস্তুত করার জন্যে পূর্বে উল্লিখিত নানাবিধ মুদ্রিত গ্রন্থের সহায়তা অবলম্বন করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের সহায়তা নেওয়া হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গ্রন্থাগার – এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহালয় – তাই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ করা হবে। যে সব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকা সত্ত্বেও জীর্ণতার কারণে ব্যবহারের অনুপযুক্ত, অন্তর্জাল ব্যবহারের মাধ্যমে সেইসব গ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করা হবে।

গবেষণা সন্দর্ভটি বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপিতে প্রস্তুত করা হবে। সেইজন্যে সমকালীন চলিত বাংলা ভাষায় বাগ্‌বিধি ও বানানবিধি অবলম্বন করা হবে। গবেষণা সন্দর্ভটি মুদ্রণের জন্যে মূল অংশে কালপুরুষ Front এর ১৪ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। যেখানে ইংরেজি শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন হবে সেখানে Times New Roman এর ১৮ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। গবেষণা

সন্দর্ভের দুই পঙ্‌ক্তির মাঝখানে ১.৫ শূন্যস্থান রাখা হবে। সংস্কৃত শ্লোক বা সন্দর্ভগুলির উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা লিপিই ব্যবহার করা হবে। গবেষণা সন্দর্ভটিতে সংস্কৃতগ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদানে 'ৎ' এর পরিবর্তে 'ত্' এর ব্যবহার করা হবে। তবে বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে 'ৎ'-ই ব্যবহৃত হবে। গবেষণা সন্দর্ভটিতে উল্লেখপঞ্জি হিসেবে প্রতিপৃষ্ঠায় পাদটীকা ব্যবহৃত হবে। পাদটীকার ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষরে ১২ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে, নীচে ও ডান পাশে ২.৫৪ সেমি শূন্যস্থান থাকবে। তবে বামপাশে বাঁধাই-এর জন্যে ৩.০০ সেমি জায়গা রাখা হবে। পাদটীকায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় গ্রন্থনাম সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হবে। গবেষণাসন্দর্ভ পাঠের সাবলীলতা রক্ষার জন্য সেই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনামের বোধসৌকর্যার্থে পূর্ণনামের একটি সূচী প্রদান করা হবে। আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভের শেষে গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী MLA ফরম্যাট-এ গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত করা হবে।

উপসংহার

ভারতীয় আস্তিক দার্শনিকগণের চিন্তনশীলতা, মনীষা ও প্রজ্ঞা বর্তমান কালে অগ্রগতির যে চরম পরিণতি লাভ করেছে তার মূলে আছে, অনাদি পরম্পরাগত নিত্য জ্ঞানময় বেদ। বেদের মুখ্য বেদাঙ্গ ব্যাকরণকে আমরা শব্দানুশাসন নামে পরিচিতি লাভ করে থাকি। এই শব্দানুশাসনের মূল বিষয় শব্দ। শব্দাদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণগণের মতে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের পরম উপজীব্য হল শব্দ। শব্দকে আশ্রয় করেই মানবীয় মেধা ও সাধনা রূপান্তরিত হয়েছে শব্দাত্মক বিভিন্ন শাস্ত্রে। শব্দ ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কাব্যতত্ত্ববিদ্ দণ্ডী বলেছেন-

ইদমন্ধতমঃ কৃত্স্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।। (কাব্যা. ১/৪)

বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্মকে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে শব্দব্রহ্মরূপ পরমতত্ত্ব বাগাত্মক। এই বাক্‌তত্ত্ব ক্রমবর্জিত অখণ্ড, অদ্বিতীয় এবং চৈতন্যস্বরূপ। এই শব্দব্রহ্ম অনাদিনিধন অক্ষর, জগত্‌কারণ, নিত্য ও চৈতন্যময়। উক্ত শব্দের অভিব্যক্তি যারা স্বীকার করেন তাঁদের মতে শব্দ নিত্য। অবশ্য যতক্ষণ না শব্দের অভিব্যক্তি ঘটে ততক্ষণ তার উপলব্ধি হয় না।

নূতন দিগ্‌দর্শন :

শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব: ন্যায়, মীমাংসা ও ব্যাকরণদর্শন সম্মত একটি সমীক্ষা - এই গবেষণাসন্দর্ভটি সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন তথ্যাদির ভিত্তিতে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি প্রায় সর্ব বিষয়েই শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব সম্পর্কে স্বল্প আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষভাবে বৈয়াকরণ ও দার্শনিকরাই এসম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে সন্দেহ নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। তাই বর্তমান গবেষণাকর্মটি ব্যাকরণ ও দর্শনকেই নির্ভর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

নৈয়ায়িকগণ শব্দের অনিত্যত্বকে স্বীকৃতি দিলেও পূর্বমীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্বকে স্বীকার করে শব্দময় মন্ত্রকেই শরীররূপে কল্পনা করেছে। শব্দের ব্রহ্মত্বস্বীকারে পূর্বমীমাংসা দর্শনের কোনও আপত্তিই আমাদের চোখে পড়ে না। ভর্তৃহরির মতে শব্দতত্ত্ব অয়নাদি নিধন, ব্রহ্ম, অক্ষর, এই শব্দতত্ত্বই অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয়। তিনি যে ব্রহ্মের সঙ্গে শব্দের অভিন্নতা প্রতিপাদনের মাধ্যমে শব্দের নিত্যত্বকেই তুলে ধরেছেন তা এই গবেষণা সন্দর্ভটি আলোচনা কালে আমরা পেয়েছি। শব্দের নিত্যতা আলোচনাকালে শব্দজাতির

ব্রহ্মত্বকেই তিনি স্বীকার করেছেন। এছাড়াও শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাকে ভর্তৃহরি প্রভৃতি ব্যাকরণবিদেরা ‘পরা বাক্’ নামে অভিহিত করেছেন। এই পরাবাক্‌কেই তাঁরা অবাঙ্‌মনসো’গোচর, অনাদিনিধন, নিত্য শব্দব্রহ্ম বলে মনে করেন। সূক্ষ্মতম অবস্থায় সকল শব্দই একরূপে অবস্থান করায় শব্দের সর্বরূপগ্রাহ্যতাকেও তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। শব্দের চারটি অবস্থার মধ্যে কেবলমাত্র পরানাম্নী শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাটির মধ্যে যে নিত্যতা গুণ বিরাজিত তা গবেষণাসন্দর্ভটি আলোচনাকালে উপলব্ধি করে থাকি। শব্দব্রহ্মের নিত্যত্ব স্বীকৃত হলেও শব্দ যদি অর্থের আকার লাভ করে তাহলে রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার নিত্যত্বও ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু বৈয়াকরণেরা মনে করেন শব্দ ও অর্থ উভয়েই নিত্য। নিত্য বস্তু সর্বদাই এক অবস্থায় থাকে, তাদের রূপান্তরপ্রাপ্তি অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে বলা চলে, বৈয়াকরণেরা শব্দ ও অর্থের ব্যাবহারিক নিত্যতাই স্বীকার করেছেন, বাস্তব নিত্যতা নয়।

গবেষণাসন্দর্ভটির বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় ভর্তৃহরি প্রমুখ বৈয়াকরণগণ শব্দ ও অর্থের কার্য্যকারণভাব স্বীকার করেছেন। বাক্যপদীয় গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সম্বন্ধসমুদ্দেশ প্রকরণে তিনি স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী শব্দ দ্বারা অর্থ উত্পন্ন হয়, সুতরাং শব্দ অর্থের কারণ। আবার বুদ্ধিস্থিত অর্থ থেকে শব্দের প্রতীতি হওয়ায় অর্থকেও শব্দের কারণ বলা যেতে পারে। উপরিউক্ত এই যুক্তিটি স্বীকার করে নিলে শব্দ ও অর্থ উভয়েই অনিত্য হয়ে পড়ে। তবে তিনি স্ফোটাত্মক শব্দকে অর্থের কারণ বলেননি ধ্বন্যাত্মক শব্দকেই কারণরূপে বর্ণনা করেছেন। এই স্ফোটাত্মক শব্দের নিত্যতাকেই বর্তমান গবেষণাসন্দর্ভে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাণিজগতে যেরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার্য্য, শব্দেরও সেইরূপ ব্যাবহারিক নিত্যতা স্বীকার্য। প্রাণিজগতে যেমন আদি বিড়াল বা আদি গরুর সৃষ্টিকালের কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না বা অন্তিম বিড়াল ও অন্তিম গরুর অন্তিম সময়ের কখন আগমন ঘটবে তা কেউই বলতে পারে না, ঠিক তেমনই জড়পদার্থ থেকে উদ্ভূত মেঘগর্জন প্রভৃতি শব্দের আদি অন্তও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এইরকম কথা চিন্তা করেই বৈয়াকরণ, মীমাংসক তথা প্রাচীন আর্য ঋষিগণও শব্দের ব্যাবহারিক নিত্যতাকেই স্বীকার করেছেন। শব্দ ও অর্থ বস্তুত ভিন্ন। উভয়ের ভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হওয়া সত্ত্বেও তারা অভিন্নবত্ প্রতীত হয়ে থাকে। এই প্রতীতিকেই বলা হয় তাদাত্ম্য। বৈয়াকরণেরা শব্দ ও অর্থ ও তাদের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ - প্রত্যেককেই নিত্য বলে স্বীকার করেছেন। ত্রিমুনি সম্মত এই নিত্যতা বাস্তব নিত্যতা নয়, এটি ব্যবহারিক নিত্যতা রূপে স্বীকার্য।

ন্যায়দর্শন, মীমাংসাদর্শন ও ব্যাকরণদর্শনের আলোকে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ক বর্তমান গবেষণাসন্দর্ভটির পর্যালোচনা এখানেই সমাপ্ত করা হল। এখন এই গবেষণাকর্মটির সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্যে সম্মাননীয় বিদ্বজ্জনের নিকট সবিনয়ে সমর্পণ করা হল।

গ্রন্থপঞ্জি:

অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ*। সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৩৯৮।

কুমারিল ভট্ট। *মীমাংসাশ্লোকবার্তিকম্*। সম্পা. বিজয় শর্মা, বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা-সংস্থান, ২০০২ (প্রথম সংস্করণ)।

কুমারিলভট্ট। *মীমাংসাশ্লোকবার্তিকম্*। সম্পা. দুর্গাধর ঝা। দারভাঙা: কামেশ্বর সিংহ দারভাঙা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

গৌতম। *ন্যায়দর্শন* (১-৫)। সম্পা. পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯ দ্বিতীয় প্রকাশ।

জয়ন্ত। *ন্যায়মঞ্জরী* (তিনখণ্ড)। সম্পা. গৌরীনাথ শাস্ত্রী। বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২।

জয়ন্ত। *ন্যায়মঞ্জরী* (প্রথমো ভাগঃ)। সম্পা. কিশোর নাথ ঝা। ইলাহাবাদ: একাডেমী প্রেস, ২০০১ (প্রথম সংস্করণ)।

জৈমিনি। *মীমাংসা-দর্শন* (১-২ খণ্ড)। সম্পা. ভূতনাথ সপ্ততীর্থ। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪২৬ (পুনর্মুদ্রণ)।